প্রথম আলো

তারিখ 03 OCT 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

শিক্ষা খাতে দুর্নীতি হ্রাস

অন্যান্য খাতেও কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

দেশের সর্বত্র যখন দুঃসংবাদ দানবের মতো চেপে বসেছে, তখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) শিক্ষাবিষয়ক বৈশ্বিক প্রতিবেদনটি সুসংবাদই জানান দিচ্ছে। গত মঙ্গলবার সংস্থাটি বিশ্বের ১১৭টি দেশে শিক্ষা খাতে দুর্নীতির যে চিত্র তুলে ধরেছে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক। সারা বিশ্বে এই খাতে সেবাপ্রার্থীদের মধ্যে ১৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হলেও বাংলাদেশের হার ১২ শতাংশ। অর্থাৎ, আমরা দুর্নীতির গড় হারের চেয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে আছি।

শিক্ষা খাতে দুর্নীতি হ্রাসের চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০০৭ সালে যেখানে ৩৯ শতাংশ সেবাপ্রার্থী দুর্নীতির শিকার হতেন, বর্তমানে তা নেমে ১২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০১০ ও ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ শতাংশ ও ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এই ধারাবাহিক অগ্রগতির পেছনে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর দুর্নীতির বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, তেমনি কতিপয় সংস্কারমূলক নীতিও সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো, সময়মতো পরীক্ষা নেওয়া ও ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি পরীক্ষায় নতুন নিয়ম চালু, প্রাইভেট পড়ানোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ, নোট ও গাইড বই বিপণনের ওপর কড়াকড়ি, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছে।

তবে আমাদের এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। শিক্ষা খাতের দুর্নীতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে এবং সে জন্য চাই সংশ্লিষ্ট সবার সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস। শিক্ষা খাতের দুর্নীতি হ্রাসের বিষয়টি এ কারণে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এর সুফল কেবল বর্তমান প্রজন্মই পাবে না, লাভবান হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও।

প্রশ্ন হলো, শিক্ষা খাত দুর্নীতি হ্রাসে অগ্রগতি অর্জন করলেও সরকারের অন্যান্য খাত কেন পিছিয়ে আছে? সেসব খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কী করছেন? বাংলাদেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের অপবাদ ঘোচাতে হলে একটি-দুটি খাত বা মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি কমালেই হবে না, সব বিভাগ ও মন্ত্রণালয়েই দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জোরদার করতে হবে।